সংবাদ

তারিখ ... 22 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

# বিশ্ববিদ্যালয় ঃ স্বায়ত্তশাসনের নামে আইন অমান্য!

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা' পালন করার কথা। ব্রিটেনের অনুকরণে এ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু বহুদিন থেকেই অভিযোগ করা হচ্ছে যে, দেশের পাবলিক (সরকারি অর্থে পরিচালিত) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মঞ্জুরি কমিশনের কোন তোয়াক্কা করে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. আসাদুজ্জামান গত সোমবার এক সাক্ষাৎকারে সরাসরি বলেন, স্বায়ত্তশাসনের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন অমান্য করছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমিশনের সঙ্গে তারা কোন যোগাযোগই করে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক বিশৃঙ্খলা লেগেই আছে। সবচেয়ে পুরনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে এ ধরনের আর্থিক বিশৃঙ্খলা। শুধু পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ নয়, নতুন নতুন বিভাগ স্থাপনেও ইউসিজির মতামতের তোয়াক্কা করা হয় না। এমনকি কোন অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি এবং সেখানে শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রছাত্রী ভর্তিরও দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ফান্ডের টাকা নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে এসব বিভাগ চালানো হয়েছে। এসব অনিয়মের কাজ করার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা অনুমোদনের জন্য কমিশনের সঙ্গে দেন-দরবার শুরু করেন। তবে 'আইন অমান্যের' জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা কোন ধরনের 'শাস্তি' পেয়েছেন বলে জানা যায়নি। এ ধরনের অনিয়মকে নিয়মানুগ করা অথবা ধামাচাপা দেয়াটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকার প্রধানের কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তারা 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার' দৃষ্টান্ত হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দরবার করে এটা-ওটা আদায় করেন। এসব কাজে ইউজিসিকে উহ্য রাখা হয়। সরকারও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসব মেনে নেয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর মাত্রাতিরিক্ত সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে 'স্বায়ত্তশাসন' যেমন পর্যায়ে চলে গেছে, তেমনি ইউজিসি-কে অমান্য করেও পার পেয়ে যাওয়া সহজ হয়ে পড়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান কাজ যেন সরকারকে খুশি রাখা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। তার জন্য অ্যাকাডেমিক কর্মসূচি জলাঞ্জলি দিতেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কসুর করে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি নিয়োগ বা অপসারণ থেকে শুরু করে সরকারের হস্তক্ষেপের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। সরকারের নিজস্ব ছাত্র সংগঠনের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা অবাক করে দেয়ার মতো।

দেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা যে কত সুদূরপরাহত, তা দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে আন্দাজ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা আইনকে তোয়াক্কা না করার শিক্ষাটাই বোধহয় পাচ্ছে। কেননা, তাদের শিক্ষকরা ইউজিসি চেয়ারম্যানের মতে আইন অমান্যের সক্রিয় সহযোগী। এদেশের উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতেও যে এক ধরনের দুর্বিনীত দুর্নীতি বর্তমান এবং সরকারের সক্রিয় সহযেগিতায় আইন অমান্যের যে ধারাবাহিকতা, তা সুশাসনের মন্বন্তরের আরেকটি উদাহরণ মাত্র।